মেহেরপুরে এক জনগোষ্ঠীর নীরব প্রস্থান

একসময় মেহেরপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছিল শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর আরতির আলো। আজ সেই দৃশ্য ক্রমে মিলিয়ে গেছে।

দেশভাগের আট দশক পেরিয়ে মেহেরপুর এখন প্রায় হিন্দুশূন্য জেলা হতে চলেছে- এমনটাই বলছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষকেরা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিবেদনে এমনটা দেখা যায়।

জেলা প্রশাসনের ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে মেহেরপুরে মোট ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯টি গ্রাম এখন সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। একটি হিন্দু পরিবারও নেই। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭২৭ জন, যার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১.৬৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আদমশুমারি ১৯৮১, ২০১১ ও ২০২২, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, ২০২৪ সালের গ্রাম তালিকা অনুযায়ী, জেলার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ নেমে আসে ১.০৭ শতাংশে। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসেবে তেমন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অনুপাতে হ্রাসটি উদ্বেগজনক। দেশভাগের পর থেকেই সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মেহেরপুরের বহু হিন্দু পরিবার পাড়ি জমায় পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামে সনাতন ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল ৮০ শতাংশ। দেশভাগের পর অন্নদা পন্ডিত ও প্রমথনাথ ছাড়া একে একে সকলেই পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। অন্নদা পন্ডিতসহ পরিবারের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সর্বশেষ চলে যান প্রমথ নাথ। সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের শংকর বিশ্বাস বলেন- স্বাধনিতা পরবর্তীতেও আমাদের গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশটি হিন্দু পরিবার ছিল, এখন গোটাতিনেক পরিবারের বসবাস। নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে একজন বলেন-ছেলেমেয়েরা সবাই ওপারে চলে গেছে। পৈত্রিক ভিটা আঁকড়ে আছি বুড়া- বুড়ি। তবে ওপারে গিয়ে ছেলে মেয়েরা ভালো নাই।

ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ আল আমিন জানান- দেশভাগের পর থেকে ৭১-এর যুদ্ধ, এরপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেহেরপুরের হিন্দু

জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কারণে অনেকেই পারিবারিকভাবে ভারতে চলে যান।

শহর ও গ্রাম- উভয় স্থানেই এর প্রভাব স্পষ্ট। এক সময় মেহেরপুর শহরের বড়বাজার, কাঁঠালতলা, পাড়াগাঁও ও গাংনী বাজারে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার জাঁকজমক থাকত। এখন সেই পূজামণ্ডপগুলোর অনেকগুলোই পরিত্যক্ত।

জমিদারী শাসনামলে মেহেরপরের জমিদার চন্দ্রগুপ্ত মল্লিক ও তার নায়েব এর বাড়িতে শারদীয় দুর্গা পূজা হতো প্রতিযোগিতা করে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবধরণের মানুষ সেই উৎসব উপভোগ করতো। এখন মল্লিক বাড়ির পূজা মন্ডপ ভগ্নদশা। ভগ্নপ্রা নায়েব বাড়ি সংস্কার করে সেখানে সনাতন ধর্মের মানুষ ২০১১ সাল থেকে শারদীয়া দূর্গোৎসব করে আসছে।

স্থানীয় পূজা উদ্যাপন পরিষদের আহবায়ক সনজিৎ পাল বাপ্পি বলেন-একটা সময় জেলা শহরে মল্লিক বাড়ি আর মূখার্জী পাড়ায় পূজা হতো। ১৯ শতক থেকে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় জেলায় ৪০ থেকে ৪৫টি স্থানে পূজা হলেও তাতে প্রাণ নাই হিন্দ পরিবার হ্রাস পাবার কারণে। ফলে সাংস্কৃতিক উৎসবের আবহ হারিয়ে গেছে। মন্দিরগুলো এখন শুধু স্মৃতিচিহ্ন। নতুন প্রজন্ম জানেই না- এই ঘরগুলোর ভেতরে একসময় ধর্মীয় গান, আলোকসজ্জা আর মিলনমেলার আয়োজন হতো।

গবেষকরা মনে করেন, জমিজমা হারানো, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ রক্ষা নিয়ে জটিলতা, এবং পারিবারিক সংযোগের অভাব এই হ্রাসের অন্যতম কারণ। মেহেরপুরের এক সমাজবিজ্ঞানী বলেন- যখন একটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা ক্রমাগত প্রবাসে চলে যায়, তখন তাদের সামাজিক শেকড় দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় পুরো গ্রামই খালি হয়ে যায়- এটিই ‘ডেমোগ্রাফিক সাইলেন্স’।

মেহেরপুর জেলা গঠনের আগে ও পরে এই অঞ্চল ছিল নদী ও ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটিশ আমলেই এখানে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত শ্রেণির আধিক্য ছিল। শহরের পুরোনো মহল্লাগুলোয় এখনো দেখা মেলে তাদের বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ, পাথরের গাঁথুনি, ধ্বসেপড়া বারান্দা, ভগ্ন মন্দির। দেশভাগের পর থেকে পশ্চিমবাংলা থেকে যেমন মুসলিমরা এপারে চলে আসতে শুরু করে। তেমনি সনাতন ধর্মের লোকজনও পশ্চিমবাংলায় চলে যাওয়া শুরু করে। এই যাওয়া আসা আর বন্ধ হচ্ছেনা।

সমাজকর্মীরা বলছেন, সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি না হলে এই ধারা

থামানো যাবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন ও প্রশাসনের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

মেহেরপুর কালি মন্দিরের এক তরুণ বললেনÑ আমরা এখানে আছি, থাকতে চাই। শুধু চাই নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ।

একসময়ের হিন্দু অধ্যুষিত মেহেরপুর আজ পরিসংখ্যানের ক্ষুদ্র একটি শতাংশে সীমাবদ্ধ। অথচ এই জেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার সূচনাক্ষণÑ সবই ছিল ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রতীক। সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া সেই চিত্র যদি ফিরিয়ে আনা না যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেবল নামেই জানবে মেহেরপুরে কোনো একসময় হিন্দু গ্রাম ছিল।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ বুধবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান ।

প্রস্তুতি সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপি’র সাবেক নির্বাচন কমিশনার, এ্যাড. নজরুল ইসলাম।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারন সম্পাদক
আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি
হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপি’র নেতাকর্মী বৃন্দসহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রবাসী যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে ধাক্কায় সুজন নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসী ফেরত যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ বুধবার রাত আটটার সময় উপজেলার আড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের
সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজন খড়মপুর গ্রামের ইমাদুল
ইসলামের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফারুক হোসেন।
আড়পাড়া গ্রামের ঘটনাস্থলের বাসিন্দারা জানান, রাত আটটার সময় একটি
বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে রাস্তায় বের হন কয়েকজন। এসময় দেখেন
কমিউনিটি ক্লিনিকের গেটের সাথে মোটরসাইকেলে ধাকা লেগে এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাক্তার ফারুক হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পরে তার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে জানা গেছে, খড়মপুরের ইমাদুলের ছেলে সুজন মালয়েশিয়া প্রবাসী। দুই মাস আগে তিন মাসের ছুটিতে তিনি বাড়ি এসেছেন।

মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ২০২৫-২৭ নির্বাচনি তফসিল

আগামী ১৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন

আগামী ১৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার সকালে পৌরসভার পশুহাটে অবস্থিত জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ঘোষণা দেন ইউনিয়নের সভাপতি মো. আহসান হাবীব সোনা।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি ইউনিয়নের সদস্যদের জন্য মৃত্যু ভাতা, আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা এবং সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস সেক্রেটারি মো. নাসিম খানের সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. মতিয়ার রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ, কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্য এবং সাধারণ সদস্যবৃন্দ।

বক্তারা শ্রমিকদের মানোন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সংগঠনের ঐক্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, আগামী নির্বাচনে আপনারা যাকে যোগ্য মনে করবেন, তাকেই ভোট দিয়ে বিজয়ী

করুন।

সাধারণ সভায় মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সকল সাধারণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মেসার্স কেয়া স্টোরকে ৫ হাজার টাকা এবং শাহ মোটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনীর বাশবাড়িয়া ও সদরের বড়বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, সার, বেকারি এবং কীটনাশক বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে তদারকি চালানো হয়।

অভিযানে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় কসমেটিকস পণ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে মেসার্স কেয়া স্টোরকে ৫ হাজার টাকা এবং ইঞ্জিন অয়েল বিক্রয়ে তথ্য গরমিল ও ভাউচার না রাখার কারণে শাহ মোটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন

“মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমাবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি” প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএ’র যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, আবির আনসারী, শেখ তৌহিদুল কবীর, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামুল উল হক, পুলিশ পরিদর্শক (ট্রাফিক) মো. আব্দুল হান্নান, সড়ক বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস. এম. আকিব, আরটিসির সদস্য মো. রফিকুল আলম, জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ।

আলোচনা সভার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে বিএনপির

গণসংযোগ ও পথযাত্রা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও পথযাত্রা করেছে মুজিবনগর উপজেলা ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র (সাবেক) সভাপতি ও (সাবেক) সংসদ সদস্য জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে এ গণসংযোগ করা হয়। দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি অফিসের সামনে থেকে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মোনাখালী খেলার মাঠে গিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান। জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন গাজী, উপজেলা সেচ্ছসেবক দলের আহ্বায়ক জুলফিক্কার আলী (ভুট্ট মেম্বার) সহ উক্ত গণসংযোগে উপজেলা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে শহরের হোটেল বাজার থেকে গণসংযোগের সূচনা হয়। পরে নেতাকর্মীরা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

এর আগে হোটেল বাজার এলাকায় এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন, আব্দুস সাত্তার মুক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা বাবু, হাবিব ইকবাল, মামুনুর রশীদসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে প্রতারণা মামলায় এক জনের দুই বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে প্রতারণা মামলায় গোভিপুর গ্রামের প্রতারক হাবিবুর রহমানকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে এ রায় ঘোষণা করা হয়।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্ত হাবিবুর রহমানকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের মৃত আয়নাল হকের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোসপাড়ার আসিফ ইকবাল ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণার অভিযোগে হাবিবুর রহমানের জামাতা জায়েদ হোসেন জিম ও মেহেরপুর বড়বাজারের “মায়ের দোয়া বস্ত্রালয় অ্যান্ড গার্মেন্টস”-এর স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে আসামি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর সিআর ৭০৪/২০২৩।

বাদীপক্ষের অভিযোগে বলা হয়, ডিলারশিপ ব্যবসা পরিচালনার জন্য আসিফ ইকবাল জায়েদ হোসেন জিমকে ১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করেন। পরবর্তীতে লভ্যাংশ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে বিনিয়োগের টাকা ফেরত চাইলে তিনি প্রতারণার শিকার হন। পরে আসামির

জামাতার পক্ষে জিম্মাদার হিসেবে আসামির শ্বশুর হাবিবুর রহমান বাদীর সঙ্গে একটি আপোষনামা সম্পন্ন করেন এবং ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে তিন মাসের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন।

কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি টাকা পরিশোধ না করে নিজের নামীয় জনতা ব্যাংকের একটি চেক প্রদান করেন। ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে স্বাক্ষর অমিল ও অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে তা ডিজঅনার হয় বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়।

মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত আসামি হাবিবুর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। তার বিরুদ্ধে চেক ডিজঅনারের আরেকটি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান।

উল্লেখ্য, একই আদালত গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই মামলার অপর দুই আসামি—হাবিবুর রহমানের জামাতা জায়েদ হোসেন জিমকে দুই বছর ও “মায়ের দোয়া বস্ত্রালয় অ্যান্ড গার্মেন্টস”-এর স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে এক বছরের কারাদণ্ড দেন।